JAN 7 2001

মিলেনিয়াম গেট টুগেদারের সমাপনী অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোতাহার হোসেন। স্মৃতিচারণ করছেন অধ্যাপিকা ফরিদা হক —জনক

পাঁচ দশকের ছাত্রছাত্রীরা তিনদিন সবাই মিলে স্মৃতির দুয়ারে কড়া নেড়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন মধুর অতীত

মুনতাসীর মারুফ

মানব জীবন সততই একমুখী। দিক বদল করে পিছনে ফিরে আসার তার কোন উপায় নেই। দিন যায়, বাড়তে থাকে স্মৃতির সঞ্চয়। এভাবেই ভবিষ্যতের দিকে যেতে যেতে কখনও অতীত দিনের সঙ্গী-সাথীদের দেখা পেলে— শরীর পড়ে থাকে বর্তমানে আর মন চলে যায় অতীতে; অবস্থাটি হয় এ রকম। সে অনুভূতি যে কত মধুর— তা অনির্বচনীয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পাঁচ দশকের ছাত্রছাত্রীরা— যাঁদের অনেকেই এখন এসে পৌঁছেছেন জীবন সায়াহ্নে, অনেকে এখনও টগবগে তরুণ, গত তিনদিন সবাই মিলে তাঁরা স্মৃতির দুয়ারে কড়া নেড়ে নেড়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন মধুর অতীত।

কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন ঢাকা মেডিক্যাল

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মিলেনিয়াম গেট টুগেদার

কলেজ এলামনি ট্রাস্ট গত বৃহস্পতিবার থেকে আয়োজন করেছিল তিনদিনের মিলেনিয়াম গেট টুগেদার। এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে কলেজের ৫১টি ব্যাচের সহস্রাধিক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। মূল অনুষ্ঠান ছিল শহীদ ডাঃ মিলন অডিটরিয়ামে। অডিটরিয়ামের সামনের চত্বরে তৈরি করা হয়েছিল স্মৃতিচারণ মঞ্চ। কলেজ চত্বরে আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির মেলা।

অডিটরিয়ামের সামনে মূল প্রবেশপথে এবং কলেজের অন্য কয়েকটি পথেও তৈরি করা হয়েছিল সুদৃশ্য তোরণ। প্রচুর ব্যানার আর নক্সাখচিত বোর্ডে অডিটরিয়ামসহ পুরো কলেজ চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছিল উৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ সাজে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দিন শুক্রবার পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, স্মৃতিচারণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি ইত্যাদি।

গতকাল শনিবার সকালে সমাপনী দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল ডাঃ মিলন অডিটরিয়ামে 'ভাষা আন্দোলন ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ' শীর্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে। এ পর্বে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক গোলাম রসুল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ নুরুজ্জামান, ডাঃ আবদুর নঈম, ডাঃ কেএম মাকসুদুর রহমান, ডাঃ মীর্জা মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১০-

পাঁচ দশকের ছাত্রছাত্রীর

(১২-এর পাতার পর)

পর্যন্ত বিভিন্ন গৌরবময় ঘটনা উঠে আসে তাঁদের আলোচনা ও স্মৃতিচারণে।

সমাপনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় পর্বটি শুরু হয় মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর। এর আগে সাম্প্রতিক ডেঙ্গুজ্বর, নতুন শতাব্দীর মেডিক্যাল শিক্ষা, নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আকর্ষণীয় পর্বটি ছিল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিচিত্রা অনুষ্ঠান। এ পর্বের পরিচালক ছিলেন এলামনি ট্রাস্টের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উৎসব উদযাপন কমিটির সম্পাদক, সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। কাঁচায়-পাকায় মিশানো শ্মশ্রুমণ্ডিত চিকিৎসক তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি, শব্দ চয়ন এবং সরস বুদ্ধিদীপ্ত ছোট ছোট মন্তব্যে পুরো অনুষ্ঠানটি মাতিয়ে রাখেন। নিজের শিক্ষকসহ নিজের ছাত্র কাউকেই তিনি মঞ্চে নিয়ে এসে গান গাওয়ানো থেকে শুরু করে অভিনয় করানো পর্যন্ত কিছু না কিছু পরিবেশন করানো থেকে রেহাই দেননি। আর নিজেই শ্রোতাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন যে, নামে বিচিত্রা বলা হলেও এটি আসলে হচ্ছে বিচিত্র অনুষ্ঠান।

পুরো পর্বটি ছিল সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ, কৌতুক পরিবেশনা, গান গাওয়া, স্বরচিত কবিতা পড়া, অভিনয় করে দেখানো আর অনাবিল হাসিতে উচ্ছ্বসিত। প্রবীণ অধ্যাপক খলিলুর রহমান গেয়ে শোনালেন 'আবার হবে তো দেখা; এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো'— হারমনিয়াম তবলার তোয়াক্কাই করলেন না তিনি। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করলেন আরেক অধ্যাপক ডাঃ অধ্যাপক মোতাহার হোসেন। তিনি ভরাট গলায় ধরলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত— 'এসো শ্যামল সুন্দর'। অবশ্য শেষ অবধি তিনি পৌঁছতে পারলেন না গানের বাণী ভুলে যাওয়ায়। কিন্তু তাতে কি— শ্রোতাদের বিপুল করতালি থেকে বঞ্চিত হলেন না তিনিও। হারমনিয়াম বাজিয়ে গান শোনালেন ডাঃ বিকাশ— 'গগনে গগনে ধায় হাঁকি'। প্রথম ব্যাচের ছাত্র অধ্যাপক ডাঃ আবু আহমেদ চৌধুরী স্মৃতিচারণ করলেন। আরও যাঁরা অম্লমধুর ঘটনার স্মৃতি বর্ণনা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা হক। 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' গেয়ে শোনান ডাঃ দিলশাদ হোসেন। 'এত সুর আর এত গান' গেয়ে শোনান ডাঃ সোহরাব আলী। কৌতুক বলে শ্রোতাদের মুখে নির্মল হাসি ফুটিয়েছিলেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার (অব) ডাঃ বজলুল মনির, ডাঃ ফিরোজ কাদের, ডাঃ মুশতাক। কবিতা পাঠ করেন ডাঃ পারুলসহ অনেকে।

আনন্দমুখর এ পর্বের পরে ছিল সমাপনী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ছিলেন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। শেষে কলেজের ছাত্রদের নাট্য সংগঠন সেভিকোস-এর পরিবেশনায় নাটক 'বিবাহ সঙ্কট'। কেটে গেল তিনদিন। এভাবেই পুরনো দিনের সঙ্গী-সাথীদের সাহচর্যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের। গতকালের এই বাস্তবতা, আজ প্রভাতেই তাঁদের স্মৃতির মুকুটে সংযোগ করবে আরও একটি নীল